ল্গুন ১৪২৩
mail.com
যুগান্তর

জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভোলায় ইলিশ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়াতে ১০ দফা প্রস্তাব

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার মেঘনা তেঁতুলিয়া ও সাগর মোহনায় ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়াতে ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠনের নেতা ও বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। বুধবার জেলা প্রশাসকের হলরুমে অনুষ্ঠিত ইকোফিস প্রকল্পের অধীন এক কর্মশালায় ওইসব প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভোলাসহ উপকূলে আহরিত ইলিশের বাজার মূল্য নির্ধারণ করা। যাতে জেলেরা ন্যায্য মূল্য পেতে পারে। দাদন ব্যবসায়ী নন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় জেলেদের ইলিশ মৌসুমে স্বল্প সুদে জাল কেনা ও ট্রলার/নৌকা সরাই করার জন্য আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা করা, জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী যারা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের নদীতে নামতে বাধ্য করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, নিষিদ্ধ সময়ে নির্দিষ্ট আড়তদারের অধীনের নৌকাগুলোকে সিসি করে রাখা, ওই সময় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করা। কারেন্টজালের উৎপাদন বন্ধ করা। জেলে নিবন্ধনে প্রকৃত জেলেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা। সরকারি সুবিধা প্রকৃত জেলেদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। গতকাল এ সব প্রস্তাব বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দেন ইকোফিস প্রকল্পের টিম লিডার ড. আবদুল ওহাব, ইকোফিস প্রকল্পের বিজ্ঞানী ড. গোলাম মোস্তফা, ওই প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ড. নাহিদুজ্জামান, ভোলার জেলা প্রশাসক সেলিম উদ্দিন, ড্রপের উপপরিচালক মো. বজলুর রশিদ, ভোলা সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মো. ইউনুছ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রেজাউল করিম। প্রস্তাব তুলে ধরেন জেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম মুন্সিসহ কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিরা। এদিকে মৎস্য কর্মকর্তা সূত্র জানায়, সারা দেশে যে পরিমাণ ইলিশ উৎপাদিত হচ্ছে তার ৩৩ ভাগ ইলিশ ভোলা জেলার শাহবাজপুর মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে উৎপাদিত হয়। এ বছর ইলিশের ডিম ছাড়া ও প্রজননের সময় সর্বাধিক ইলিশ ডিম ছেড়েছে। ওই ছাড়ার হার ৪০ ভাগ। গত বছর ওই হার ছিল ২০ থেকে ২৫ ভাগ। গেল বর্ষা মৌসুমে জেলায় এক লাখ টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে। এবার শীত মৌসুমেও পর্যাপ্ত ইলিশ ধরা পড়ছে। এ সময় জাটকা ইলিশ না ধরার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়।

...f the People's Republic of B...